

অমৃত

রজনীকান্ত সেন।

প্রণীত

Published by

porua.org

গল্পচ্ছলে ও সরল ভাষায় বালক-বালিকাগণকে নীতিশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ‘অমৃত’ প্রকাশিত হইল। কবিতাগুলি যাহাতে যুগপৎ শিক্ষাপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর সফলকাম হইয়াছি বলিতে পারি না।

ইহার কয়েকটি কবিতা ‘অষ্টপদী’ নামে ইতঃপূর্বে ‘দেবালয়’ নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পুস্তকের নাম দেখিয়া সাধারণে চমৎকৃত না হন, এজন্য দু’একটি কথা বলা আবশ্যিক। যে সকল নীতিবাক্য সার্বজনীন ও সার্বকালিক, যাহা জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব নহে, যাহা অমর সত্যরূপে চিরদিন মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ও অনন্ত কাল করিবে, এই নীতিবাক্যগুলিতে সেই সকল সত্যের অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থের নাম ‘অমৃত’ রাখা হইল; অমৃতের ন্যায় স্বাদু হইয়াছে, একরূপ অর্থ করিলে সঙ্গত অর্থ করা হইবে না।

কয়েকটি সুপরিচিত সংস্কৃত নীতি-শ্লোক ও বাঙ্গালা-ইংরাজী গল্প ইহাতে তিন-চারটি কবিতার ভাব গ্রহণ করিয়াছি, কর্তব্য বিবেচনায় ইহার উল্লেখ করিলাম।

কবিতাগুলির পরিচ্ছদ যতই জীর্ণ ও মলিন হউক, প্রিয়সুহৃদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বঙ্গসাহিত্যনাট্যকন্ঠের করুণা-কিরীট-ভূষিত হইয়া উহারা মহিমা ও গৌরবে উজ্জ্বল হইয়াছে। আমি এজন্য তাহাদিগের নিকট বিশিষ্ট ভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে নিবেদন, পুস্তকখানি যাহাতে স্কুলপাঠ্য হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি।

মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতাল,
কটেজ ওয়ার্ড।
কলিকাতা, চৈত্র,
১৩১৬ সাল।

বিনয়াবনত
গ্রন্থকার

জয় জগদীশ

বঙ্গ-সাহিত্য-শরণ,

শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার শরণ কুমার রায় বাহাদুর

প্রশান্তোদারচরিতে,

নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা;
রুগ্ন, ক্ষীণ, অবসন্ন এ প্রাণ-কণিকা।
ধূলি হ'তে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে করেছে তুমি ছাড়া? আর কেবা পারে?
কি দিব কাঙ্গাল আমি? বোগশয্যোপরি,
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মাল্য, বহু কষ্ট করি';
ধর দীন-উপহার; এই মোর শেষ;
কুমার! করুণানিধে! দেখো, র'ল দেশ।

মেডিক্যাল কলেজ
হাসপাতাল,
কটেজ ওয়ার্ড।
কলিকাতা, চৈত্র,
১৩১৬ সাল।

চিরকৃতজ্ঞ
গ্রন্থকার

অমৃত

১

সার্থকতা

মহাবীর শিখ এক পথ বহি' যায়,
পথ-পাশে' কুষ্ঠরোগী পড়িয়া ধরায়;
বেদনায় হতভাগ্য করিছে চীৎকার,
ক্ষত-স্থান বহি' তার পড়ে রক্তধার।

দেখিয়া বীরের মনে দয়া উপজিল,
শিরস্ত্রাণ খুলি' তার ক্ষত বাধি দিল।
শিরস্ত্রাণ কহে, “মাথে ছিলাম নগণ্য,
কুষ্ঠীর চরণে প'ড়ে তই লাম ধন্য!”



উপদেশ—মহাবীরের মাথার শোভা-বর্ধন অপেক্ষা রোগীর সেবা
করা বড় কাজ,—তাহাতে গৌরব বেশী।

বিনয়

বিজ্ঞ দাশনিক এক আইল নগরে,—
 ছুটিল নগরবাসী জ্ঞান-লাভ-তরে;
 সুন্দর-গম্ভীর-মূর্তি, শান্ত-দরশন
 হেরি' সবে ভক্তি-ভরে বন্দিল চরণ।

সবে কহে, “শুনি, তুমি জ্ঞানী অতিশয়,
 দু' একটি তত্ত্ব-কথা কহ, মহাশয়।”
 দাশনিক বলে, “ভাই কেন বল জ্ঞানী?
 ‘কিছু যে জানি না’ আমি এই মাত্র জানি।”



উপদেশ—যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি তাঁহাব জ্ঞানের অহঙ্কার না করিয়া
 সর্বদাই বিনয়নম্র থাকেন, কেন না তিনি ভালরূপেই জানেন যে, তিনি যত
 বড়ই জ্ঞানী হউন না কেন, বিশ্বের অনন্ত জ্ঞানের মধ্য হইতে তিনি যৎসামান্য
 —অতি অল্প পরিমাণ মাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন।

৩

একতা

বর্ণমালা কহে, “দেখ, সীসার অক্ষরে,
আমাদের রেখে দেয় ভিন্ন ভিন্ন ঘরে।
শব্দের আকারে যবে মোদের সাজায়,
অর্থযুক্ত হই ব’লে শক্তি বেড়ে যায়;

বহু শব্দযোগে ধরি বাক্যের আকার,
আরো বুদ্ধি পায় শক্তি, সন্দেহ কি তার?
বাক্যে বাক্যে যোগ করি’ সাজায় যখন,
গ্রন্থরূপে কত জ্ঞান করি বিতরণ।”

উপদেশ-একতাই শক্তি। যে কোন বস্তু পাঁচটি একত্র হইলেই

তাহাদের শক্তি বাড়িয়া যায়, আর সে শক্তি সময়ে সময়ে এত বেশী হয়
যে, ধারণা করিতেও পারা যায় না।

অমৃত

8

পরোপকার

নদী কড়ু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,
গাভী কড়ু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দন্ধ হ'য়ে করে পরে অন্নদান,

স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত,
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

উপদেশ— সাধু লোকেরা নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করেন।
নিজের গুণ নিজে নিজে ভোগ না করিয়া পরের উপকারে লাগানই ভাল।

বংশগৌরব

নীচ বংশ ব'লে ঘৃণা ক'রো না কখন,—
 তার মধ্যে জন্মে কত অমূল্য রতন।
 কৰ্দমাক্ত পুকুরের অপেয় যে জল,
 তার মাঝে ফুটে থাকে সুরভি কমল;

উচ্চ বংশ দেখি' হেন ধারণা না হয়,-
 শান্ত, ধীর, সুবিদ্বান্ জনমে নিশ্চয়;
 বনিয়াদি বটবৃক্ষ, কত নাম তার,
 অখাদ্য তাহার ফল,— কাকের আহার!

উপদেশ— ভাল বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ভাল লোক হইবে, আর

নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে নীচ ও ঘৃণার যোগ্য হইবে—এ কথা
 ঠিক নয়। বড় ঘরেও ছোট লোক জন্মায়, আবার নীচ বংশেও ভাল
 লোক জন্মায়।

বিস্মলতা

তুফানে পড়িয়া মাঝি হাল যদি ছাড়ে,
 তার কাছে নদীর তরঙ্গ আরো বাড়ে;
 নিরাশ হইয়া রোগী ঔষধ না খায়,
 দিনে দিনে রোগ তার আরো বৃদ্ধি পায়;

সভাস্থলে ভীত হ'লে, দেখি' গুণিগণ
 বক্তার না হয় কভু বাক্য-নিঃসরণ;
 গিরি-শিরে উঠে যদি ভয়ে মাথা ঘোরে,
 নিশ্চয় শিখর হ'তে নীচে যাবে প'ড়ে;

—

উপদেশ—দুঃখে, শোকে বা বিপদে কখনও অভিভূত হইও না,—
 অভিভূত হইয়া ভয় পাইলেই বিপদ আরও বাড়িয়া যায়।

অসারতা

আঘাত করিলে কাংসে যত শব্দ হয়,
 স্বর্গে তার শতাংশের একাংশও নয়;
 প্রচুর পল্লব-পত্র যে বৃক্ষে জনমে,
 বিধির বিধানে তার ফল যায় ক'মে;

মেদ, মাংস বেড়ে যার দেহ স্থূল হয়,
 শ্রমসাধ্য কস্মে তার ধ্রুব পরাজয়।
 বাহিরে দেখিবে যার বৃথা আড়ম্বর,
 অন্তঃসার-শূন্য সেই গুণহীন নর।

উপদেশ—বাহিরে বেশী জাঁকজমক ও আড়ম্বর থাকিলে ভিতর

ফাঁকা হয়; আর যাহাদের ভিতরে খাঁটি জিনিষ থাকে, তাহারা বাহিরে
 আড়ম্বর দেখায় না।